১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিজয়ের পর ১৯৫৫ তে আওয়ামী মুসলিম লীগে যে কাউন্সিল হয়, সেখানে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। ফলে অমুসলিমরাও এই দলে যোগ দেয়ার সুযোগ পান।

বাংলাদেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর থেকে প্রবাসী সরকারের সব কাগজপত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নাম ব্যবহার হতে শুরু করে।

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ

পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয়

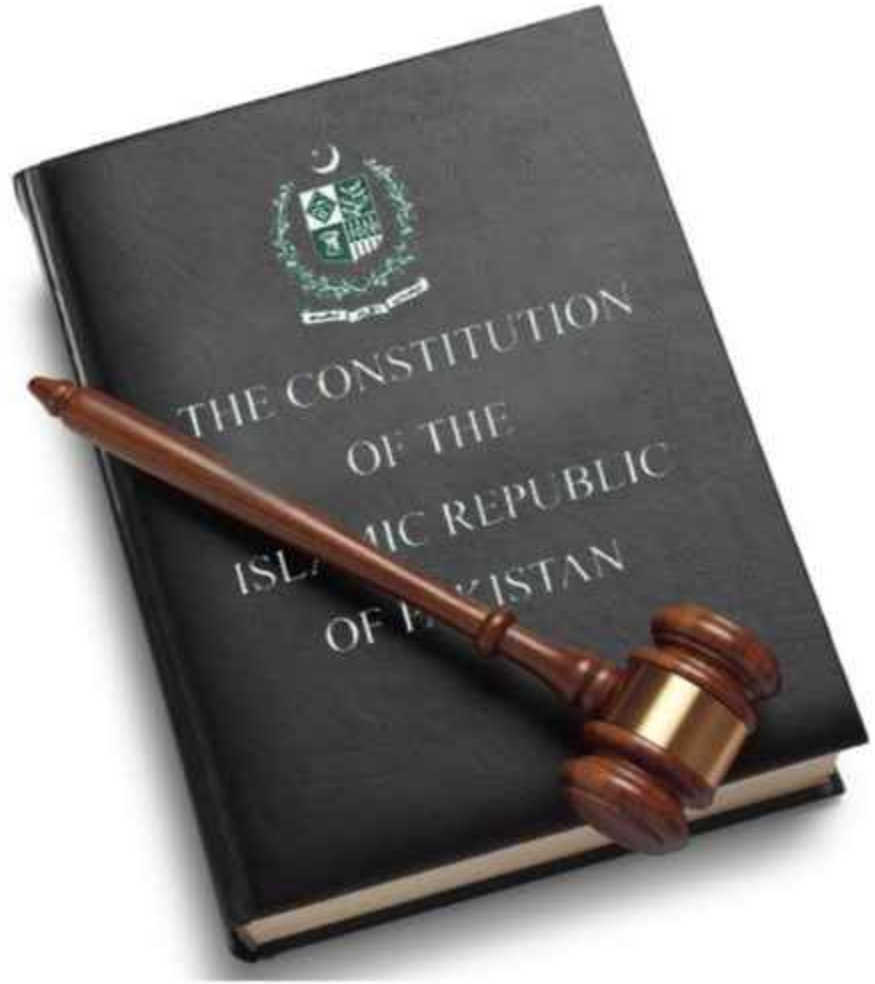

- পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিলটি পরিচিত- পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র বিল নামে
- পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে— হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

ইস্কান্দার মীর্জা

পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন

- প্রথম শাসনতন্ত্রের ফলে পূর্ব বাংলার নাম হয়- পূর্ব পাকিস্তান
- আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকার হয়— ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর।

রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকারের প্রধানমন্ত্রী

হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী

‘কাগমারী সম্মেলন’

- কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় – ১৯৫৭ সালে ৬-১০ ফেব্রুয়ারি (কাগমারী, সন্তোষ: টাঙ্গাইল)
- প্রধান অতিথি ছিলেন – হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- সভাপতিত্ব করেন - মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- উক্ত সম্মেলনে ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শোষণের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানকে “আসসালামু আলাইকুম” জানান।
- এই সম্মেলন পরিবর্তিতে পাকিস্তানের বিভক্তি এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশেষ ইঙ্গিতবহ ভূমিকা রাখে।

ন্যাপ গঠন (NAP)

- NAP : National Awami Party
- ন্যাপ গঠন : ২৫ জুলাই, ১৯৫৭ সালে
- ৩০ নভেম্বর ১৯৬৭ : ন্যাপ চীনপন্থী (ন্যাপ ভাসানী) ও মস্কোপন্থী (ন্যাপ মোজাফফর) দুই শিবিরে বিভক্ত হয়।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

(১২ ডিসেম্বর ১৮৮০- ১৭ নভেম্বর ১৯৭৬)

- বাংলাদেশের মানুষের কাছে পরিচিত- "মজলুম জননেতা"
- জন্ম: সিরাজগঞ্জের ধানগড়া পল্লী
- কর্মজীবন: টাঙ্গাইলের কাগমারিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং পরে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের কালা গ্রামে মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন।
- কারাবরণ: ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে ১০ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন।

- প্রথম রাজনৈতিক দল: কংগ্রেস
- ভাসানী উপাধির কারণ: ১৯২৯ সালে আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রহ্মপুত্র নদের ভাসান চরে প্রথম কৃষক সম্মেলন আয়োজন করেন। এখান থেকে তার নাম রাখা হয় "ভাসানীর মাওলানা"। এরপর থেকে তার নামের শেষে "ভাসানী" শব্দ যুক্ত হয়।
- ফারাক্কা লং মার্চ: ফারাক্কা বাঁধের ফলে নদীর নাব্যতা কেড়ে নেয়ার আশঙ্কায় ও পানি নায্য হিস্যার দাবীতে ১৯৭৬ সালের ১৬ মে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে লাখ লাখ মানুষ রাজশাহীর ঐতিহাসিক মাদ্রাসা ময়দান থেকে মরণ বাঁধ ফারাক্কা অভিমুখে লং মার্চে অংশ নেন ও লং মার্চ শেষে কানসাট হাইস্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত বিশাল সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। সেদিন থেকেই ১৬ মে ফারাক্কা দিবস নামে পরিচিতি লাভ করে।

- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে গঠিত হয়- ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)
- ১৯৩৬-৪৬ - আসাম বিধান সভার সদস্য
- ১৯৪৯-৫৬ - আওয়ামী লীগের সভাপতি
- ১৯৫৫-৫৬ - পাকিস্তানের সংসদ সদস্য
- ১৯৭৩-৭৫ - বাংলাদেশের সংসদ সদস্য (আসন: ময়মনসিংহ- ৩০/ বর্তমান কিশোরগঞ্জ-০৫)
- মৃত্যু: ১৭ই নভেম্বর, ১৯৭৬

হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী সরকারের পতন হয়

১৯৫৭ সালের অক্টোবরে

প্রথম সামরিক শাসন ৭ অক্টোবর ৫৮

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা **সামরিক শাসন** জারি করেন এবং সংবিধান বাতিল করেন

আইয়ুব খান: প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক

পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক

মেজর জেনারেল ওমরা খান

২০ দিনের মধ্যে মাথায় আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

২৭ অক্টোবর ১৯৫৮

২৮ অক্টোবর ১৯৫৮: নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন

সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করা হয়

১৯৫৯ সালে

সোহরাওয়ার্দী মারা যান- ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর

- লেবাননের রাজধানী: বৈরুতে

মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ (আইয়ুব খান)

- চার স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো
- ইউনিয়ন কাউন্সিল (Basic Democrats)
- থানা কাউন্সিল
- জেলা কাউন্সিল
- বিভাগীয় কাউন্সিল

মৌলিক গণতন্ত্রী:

৮০,০০০

- জনগণের মৌলিক গণতন্ত্রী বা বিডি মেম্বার নির্বাচন করা ছাড়া কোন দায়িত্ব ছিল না।
- মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে জাতীয় পরিষদ নির্বাচন হয়- ২টি (প্রথমটি ১৯৬০ সালে এবং অন্যটি ১৯৬৫ সালে)

- ১৯৬০ সালে আইয়ুব খান হ্যাঁ/না ভোটে ৫ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ নতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয় এবং ৮ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

- ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারি হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হলে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১-৫ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট চলে। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

শরীফ শিক্ষা কমিশন

- ১৯৫৮ সালে কমিটি গঠন, চেয়ারম্যান: এসএম শরীফ
- রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯৬২
- বিষয়বস্তু: শিক্ষা এমন কোনো জিনিস নয় যা বিনামূল্যে পাওয়া যেতে পারে
- ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ ইংরেজি বাধ্যতামূলক
- উর্দুকে সার্বজনীন ভাষায় রূপান্তর
- স্কুলে ৬০ শতাংশ ব্যয় সংগৃহীত হবে ছাত্রদের বেতন থেকে

১৯৬২ এর ছাত্র আন্দোলন

- হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীসহ ৭৮ জন রাজনীতিকের বিরুদ্ধে EBDO (Elective Bodies Disqualification Order) আইন প্রয়োগ করা হয়।

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর (হরতাল)

পুলিশ গুলি চালালে বাবুল, মোস্তফা, ওয়াজিউল্ল্যাহ নিহত হন

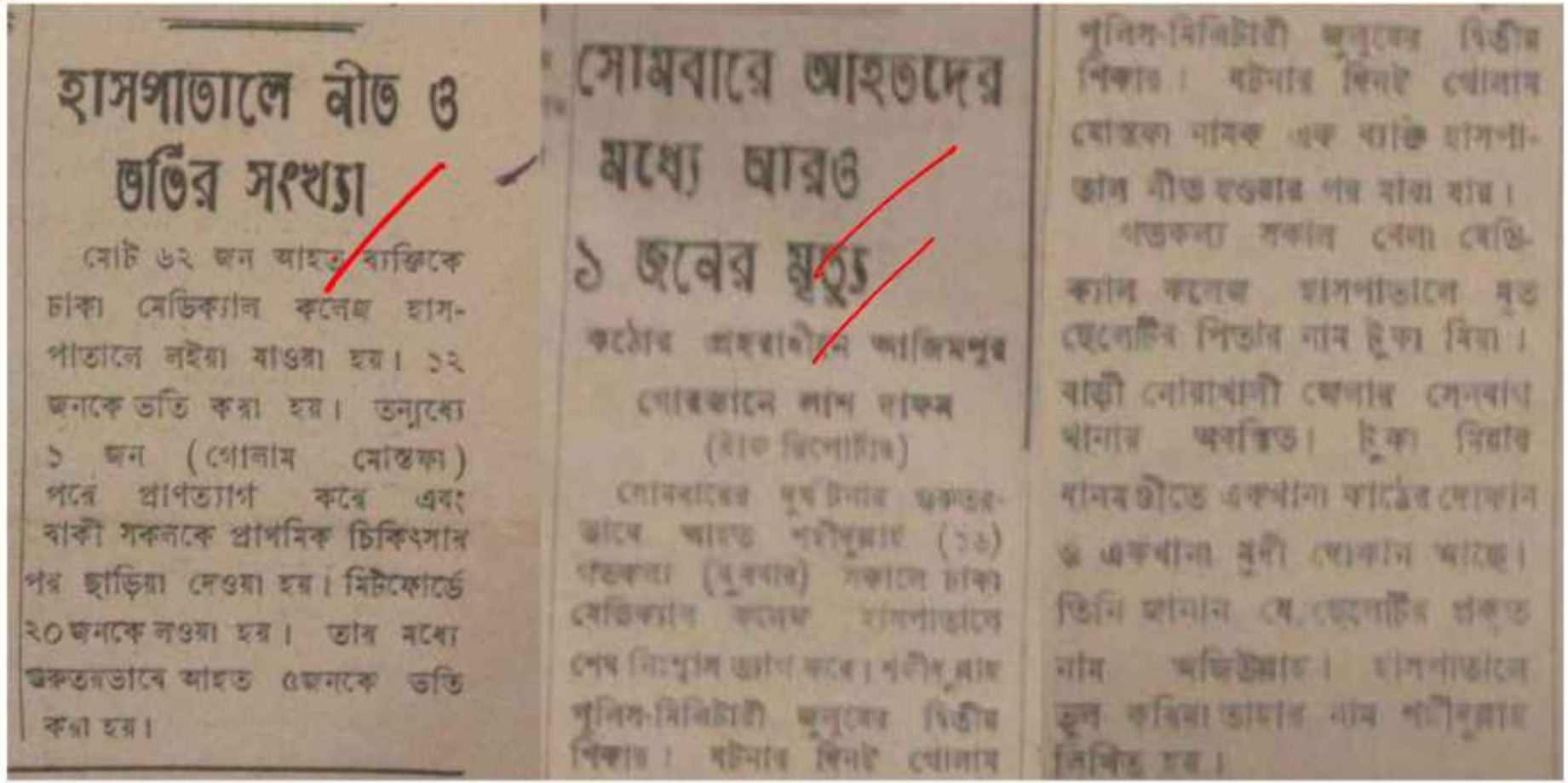

হাসপাতালে নীত ও ভর্তির সংখ্যা

মোট ৬২ জন আহত ব্যক্তিকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। ১২ জনকে ভর্তি করা হয়। তন্মধ্যে ১ জন (গোলাম মোস্তফা) পরে প্রাণত্যাগ করে এবং বাকী সকলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মিটফোর্ডে ২০ জনকে লওয়া হয়। তার মধ্যে গুরুতরভাবে আহত ৫ জনকে ভর্তি করা হয়।

সোমবারে আহতদের মধ্যে আরও ১ জনের মৃত্যু

কঠোর প্রহরাধীনে আজিমপুর গোরস্থানে লাশ দাফন

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

সোমবারের দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত শফীউল্লাহ (১৬) গতকল্য (বুধবার) সকালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। শফীউল্লাহ পুলিশ-মিলিটারী জুলুমের দ্বিতীয় শিকার। ঘটনার দিনই গোলাম মোস্তফা নামক এক ব্যক্তি হাসপাতাল নীত হওয়ার পর মারা যায়।

গতকল্য সকাল বেলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত ছেলেটির পিতার নাম টুকা মিয়া। বাড়ী নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানায় অবস্থিত। টুকা মিয়ার খানমগুঠিতে একখানা কাঠের দোকান ও একখানা মুদী দোকান আছে। তিনি জানান যে, ছেলেটির প্রকৃত নাম অজিউল্লাহ। হাসপাতালে ভুল করিয়া তাহার নাম শফীউল্লাহ লিখিত হয়।

১৯৬৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরকে ‘শিক্ষা দিবস’ ঘোষণা করা হয়

নিউক্লিয়াস ('স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ')

- ছাত্রলীগের একটি গোপন পাঠচক্র।
- ৩ জন সদস্য হল: **সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, কাজী আরেফ আহমেদ**
- বঙ্গবন্ধু ১৯৬২ সালে এই পরিষদ গঠন করেছিলেন।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসায় Combined Opposition Party গঠন

Combined Opposition Party (1964)

- গঠন: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৬ জুলাই, ১৯৬৪ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনে বিরোধী দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এ রাজনৈতিক জোট গঠন করে।
- নেতা: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছোট বোন ফাতেমা জিন্নাহ্
- শরিক দলসমূহ: (১) পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (২) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) (৩) পাকিস্তান মুসলিম লীগ (৪) নেজাম-ই-ইসলাম(৫) জামায়েতে ইসলাম

১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ

- কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে সূত্রপাত।
- বাঙ্গালী সৈনিকেরা জীবন বাজি রেখে লাহোর রক্ষা করে।
- সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ছয় দফা

ম্যাগনাকার্টা বা মুক্তির সনদ

আমাদের বাঁচার দাবি’

ছয় দফার খসড়া প্রস্তুতকারী: রুহুল কুদ্দুস

৬ দফা উত্থাপন

- ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে (প্রা. স. শি. ২০১৫) বিরোধী দলগুলোর এক মহাসম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফাভিত্তিক ঘোষণা পেশ করেন। (প্রা. স. শি. ২০১৯)
- ২৩ মার্চ ১৯৬৬ সালে লাহোরে সংবাদ সম্মেলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় দফা উত্থাপন করা হয়। ছয় দফা প্রস্তুত করা হয় লাহোর প্রস্তাবের সঙ্গে মিল রেখে। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।

ছয় দফা সমূহ (প্রা. স. শি. ২০২৪)

- প্রথম দফা : প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন।
- দ্বিতীয় দফা : কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
- তৃতীয় দফা : মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা।
- চতুর্থ দফা : রাজস্ব কর ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা।
- পঞ্চম দফা : বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা।
- ষষ্ঠ দফা : আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা।

- সরকার গঠন ও ভোটের অধিকারের কথা উল্লেখ আছে: ১ম দফায়
- অর্থনীতি বিষয়ক দফা: ৩ টি (৩য়, ৪র্থ, ৫ম)
- মুদ্রার কথা উল্লেখ আছে: ৩ টি দফায় (৩য়, ৪র্থ ও ৫ম)

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা

১৯৬৬

জুন

০৭ জুন ৬-দফা ও কারাবন্দী শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবিতে আওয়ামী লীগের দেশব্যাপী হরতাল পালন। সেদিন পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত হন।

ছয় দফার ১ম শহিদ

সিলেটের মনু মিয়া

ছয় দফা দিবস

৭ জুন

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা

১৯৬৮
জানুয়ারি

পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে তাকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জন বাঙালির বিরুদ্ধে ‘রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য’ মামলা দায়ের করে। এ মামলাটিই ‘আগরতলা ষড়যন্ত্র’ মামলা হিসেবে পরিচিত।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

- মামলাটির আনুষ্ঠানিক নাম- "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য"।
- মামলা দায়ের: ৩ জানুয়ারি ১৯৬৮ সাল
- আসামি: ৩৫ জন (প্রা. স. শি. ২০১২)
- প্রধান আসামী: শেখ মুজিবুর রহমান
- আনুষ্ঠানিক নাম: রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য

“রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য"।

- স্বাধীনতার পরিকল্পনা ফাঁস করেন- পাকিস্তান ইন্টার ইন্টেলিজেন্সের সদস্য আমির হোসেন
- মামলার অভিযোগে বলা হয়- শেখ মুজিবসহ ৩৫ জন আসামী পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করে ভারতের সাথে সংযুক্তির ষড়যন্ত্র করেছে।

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য

- আসামি সংখ্যা: ৩৫ জন
- সাক্ষীর সংখ্যা: ২২৭ জন
- রাজ সাক্ষী: ১১ জন
- তদন্তকারী কর্মকর্তা: ক্যাপ্টেন মোস্তাফিজুর রহমান
- ট্রাইব্যুনালের প্রধান: বিচারপতি এস এ রহমান
- পাকিস্তানের আইনজীবী: মনজুর কাদের (প্রধান কৌসুলি) ও টিএইচ খান
- বঙ্গবন্ধুর পক্ষে আইনজীবী: আব্দুস সালাম ও টমাস উইলিয়াম (ব্রিটিশ এমপি, রমনায় মামলার বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করেন)
- বিচার শুরু: ১৯ জুন ১৯৬৮ সালে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে
- মামলা প্রত্যাহার: ২২ ফেব্রুয়ারি'৬৯

১৯৬৮ সালের ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা

১৯৬৯
জানুয়ারি

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে
পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (SAC)

- পূর্ণরূপ: Student Action Committee
- গঠন: ৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯
- আহ্বায়ক: তোফায়েল আহমেদ (ডাকসু ভিপি)
- ১১ দফা ঘোষণা: ১৯৬৯ সালের ০৪ জানুয়ারি
- ১১ দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল: ৬ দফা
- আগরতলা মামলায় অভিযুক্তদের মুক্তি (১১নং)

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC)

- পূর্ণরূপ: Democratic Action Committee
- গঠন: ৮ জানুয়ারি, ১৯৬৯। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর বাসভবনে ৮টি বিরোধীদল গঠন করে।
- গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) এর ৮ দফা

২০ জানুয়ারি ১৯৬৯: আসাদ নিহত হন

(প্রা. স. শি. ২০১৪, ২০১২)

- গণঅভ্যুত্থানের প্রথম শহিদ: আসাদ
- তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন
- ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদ দিবস।
- শহীদ আসাদকে নিয়ে 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি লিখেছেন- শামসুর রাহমান
- আইয়ূব গেইটকে নামকরন করা হয় আসাদ গেট

২৪ জানুয়ারি: শহীদ মতিউর

পুলিশের গুলিতে মতিউর নিহত হন। তিনি নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন।

২৪ জানুয়ারি

দিবস

গণঅভ্যুত্থান দিবস

১৫ ফেব্রুয়ারি: সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়

- জন্মস্থান: নোয়াখালীর সদর উপজেলা
- ঢাবির জহুরুল হক হলের পূর্ব নাম: ইকবাল হল

১৮ ফেব্রুয়ারি: অধ্যাপক শামসুজ্জোহা কে হত্যা করা হয়

- তিনি রাবির প্রক্টর, শাহ মখদুম হলের প্রাধ্যক্ষ এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক
- **দেশের প্রথম শহিদ বুদ্ধিজীবি**

ড. শামসুজ্জোহা

“আজ আমি ছাত্রদের রক্তে রঞ্জিত।
এরপর কোন গুলি হলে তা ছাত্রকে না
লেগে যেন আমার গায়ে লাগে”

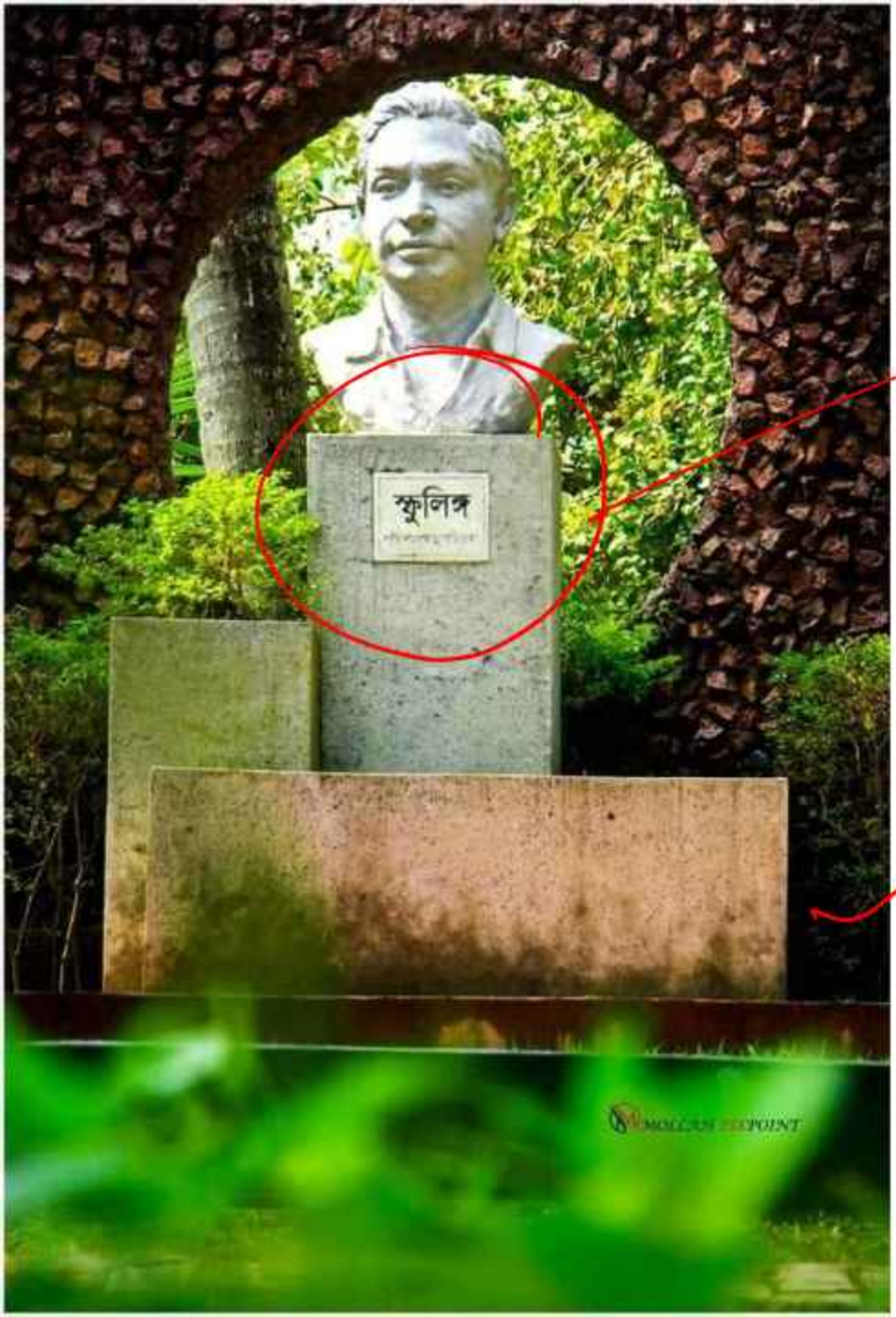

অবস্থান: রাবি

স্থপতি: কনক কুমার পাঠক

শহিদ আনোয়ারা বেগম: গণ আন্দোলনের একমাত্র নারী শহিদ (২৫ জানুয়ারি ১৯৬৯, ঢাকার নাখালপাড়া)

সেনাবাহিনীর গুলীতে ২জন

কমলাপুরে লাঠিচার্জ

গণঅভ্যুত্থানের চাপে ২১শে ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা দেন, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হবেন না।

ছয় দফা থেকে স্বাধীনতা

১৯৬৯

ফেব্রুয়ারি

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি নিঃশর্তভাবে প্রত্যাহার করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেয়া হয়।

উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমিকায় লেখা উপন্যাস - চিলেকোঠার সেপাই। লেখক- আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

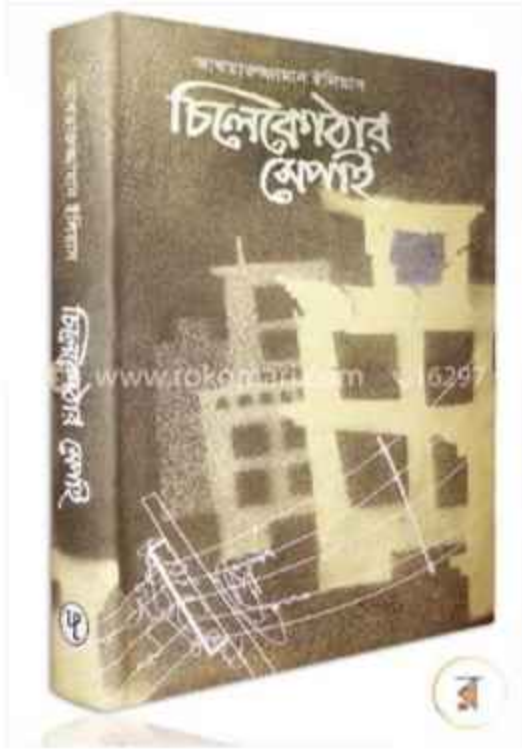

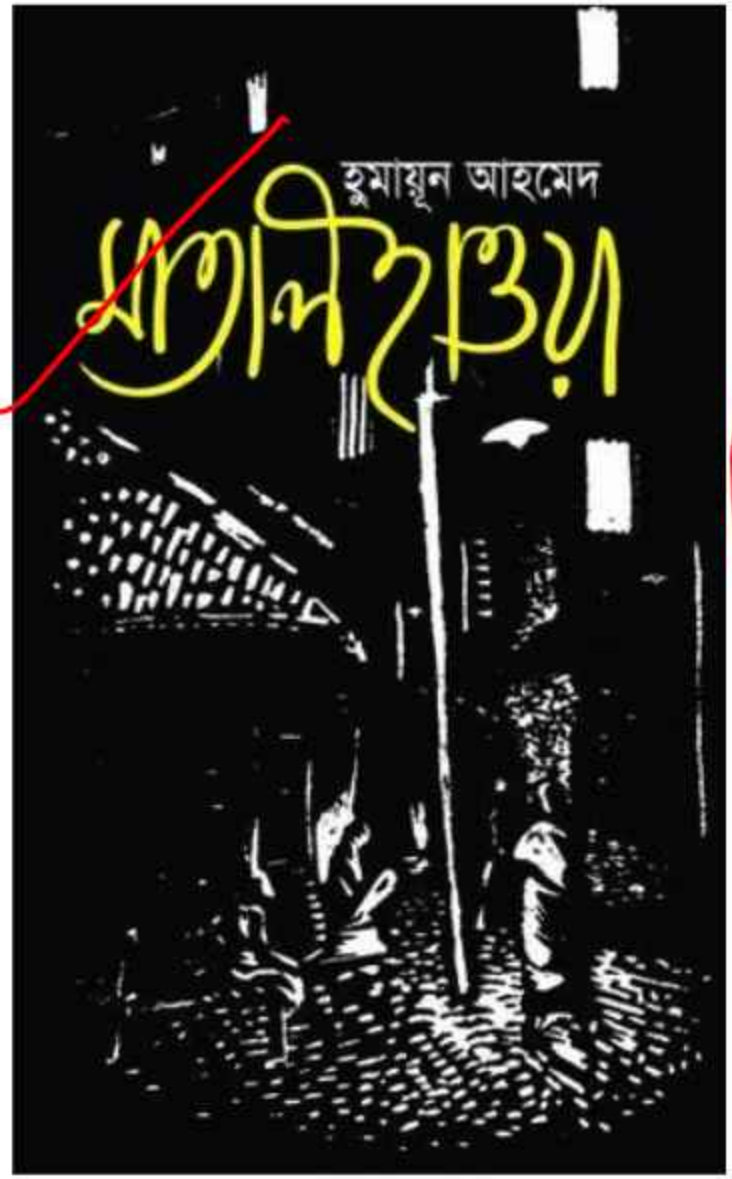

হুমায়ূন আহমেদ
মাতাল হাওয়া

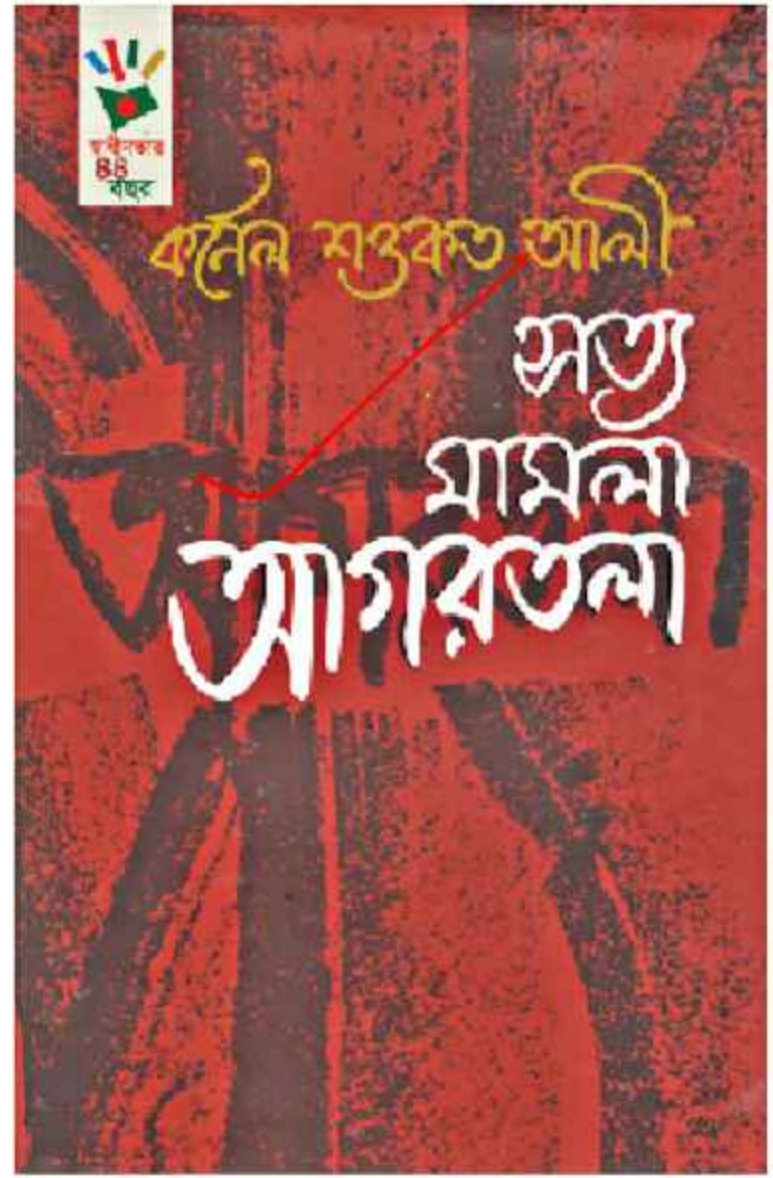

কর্নেল শওকত আলী
সত্য মামলা আগরতলা

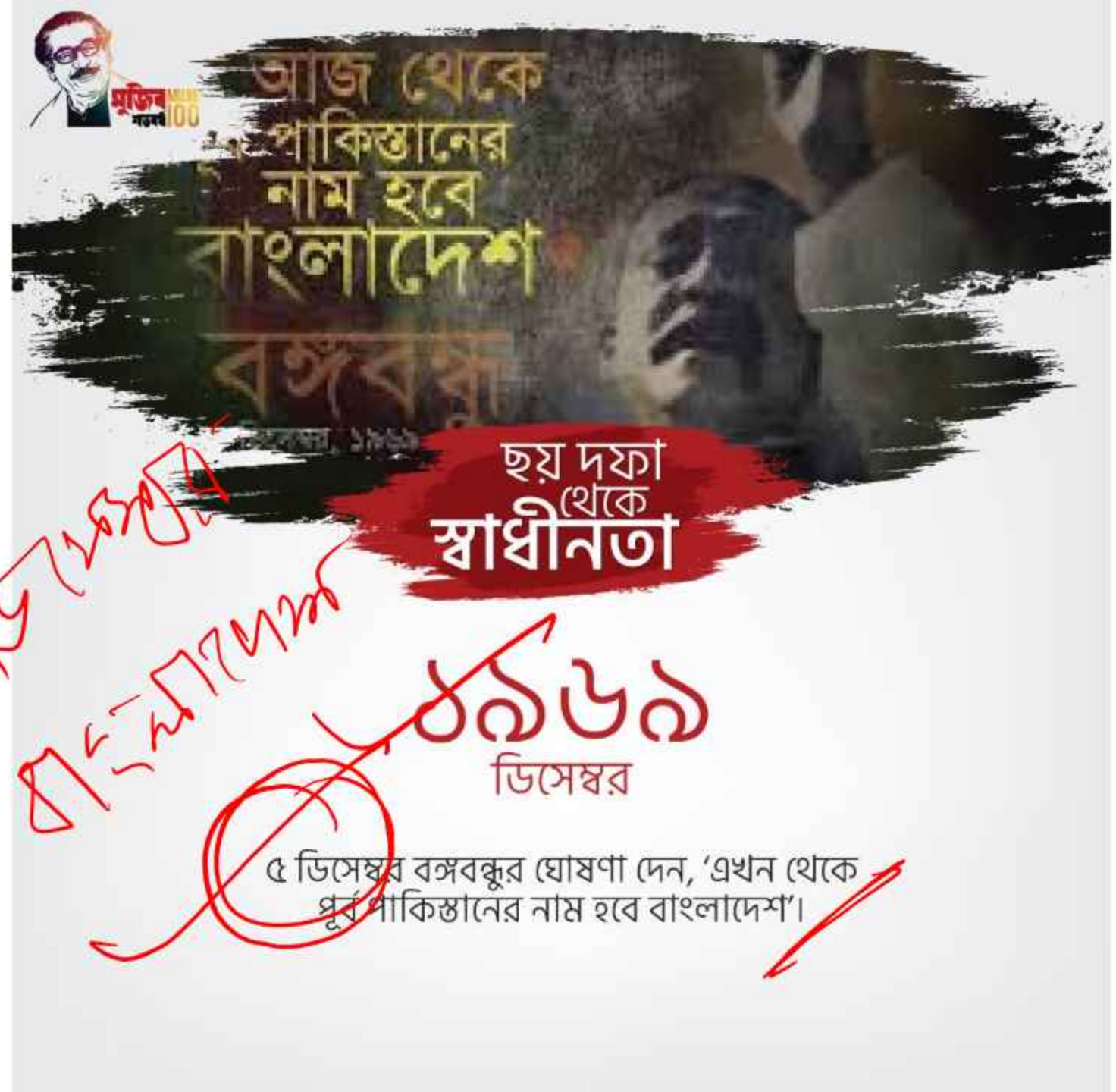
আজ থেকে
পাকিস্তানের
নাম হবে
বাংলাদেশ
বঙ্গবন্ধু
ছয় দফা
থেকে
স্বাধীনতা
১৯৬৯
ডিসেম্বর
৫ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা দেন, ‘এখন থেকে
পূর্ব পাকিস্তানের নাম হবে বাংলাদেশ’।

ছয়দফার দাবি উত্থাপন করে রাজনীতির মাঠে এগিয়ে যান শেখ মুজিব

১৯৭০ এর নির্বাচন

- জাতীয় পরিষদ নির্বাচন আসন সংখ্যা: ৩১৩ টি

পূর্ব পাকিস্তান: ১৬২ + ৭= ১৬৯ টি (প্রা. স. শি. ২০১৯)

পশ্চিম পাকিস্তান: ১৩৮+ ৬ = ১৪৪ টি

- প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন আসন সংখ্যা: ৬২১ টি

পূর্ব পাকিস্তান: ৩০০ + ১০= ৩১০ টি

পশ্চিম পাকিস্তান: ৩০০+ ১১ = ৩১১ টি

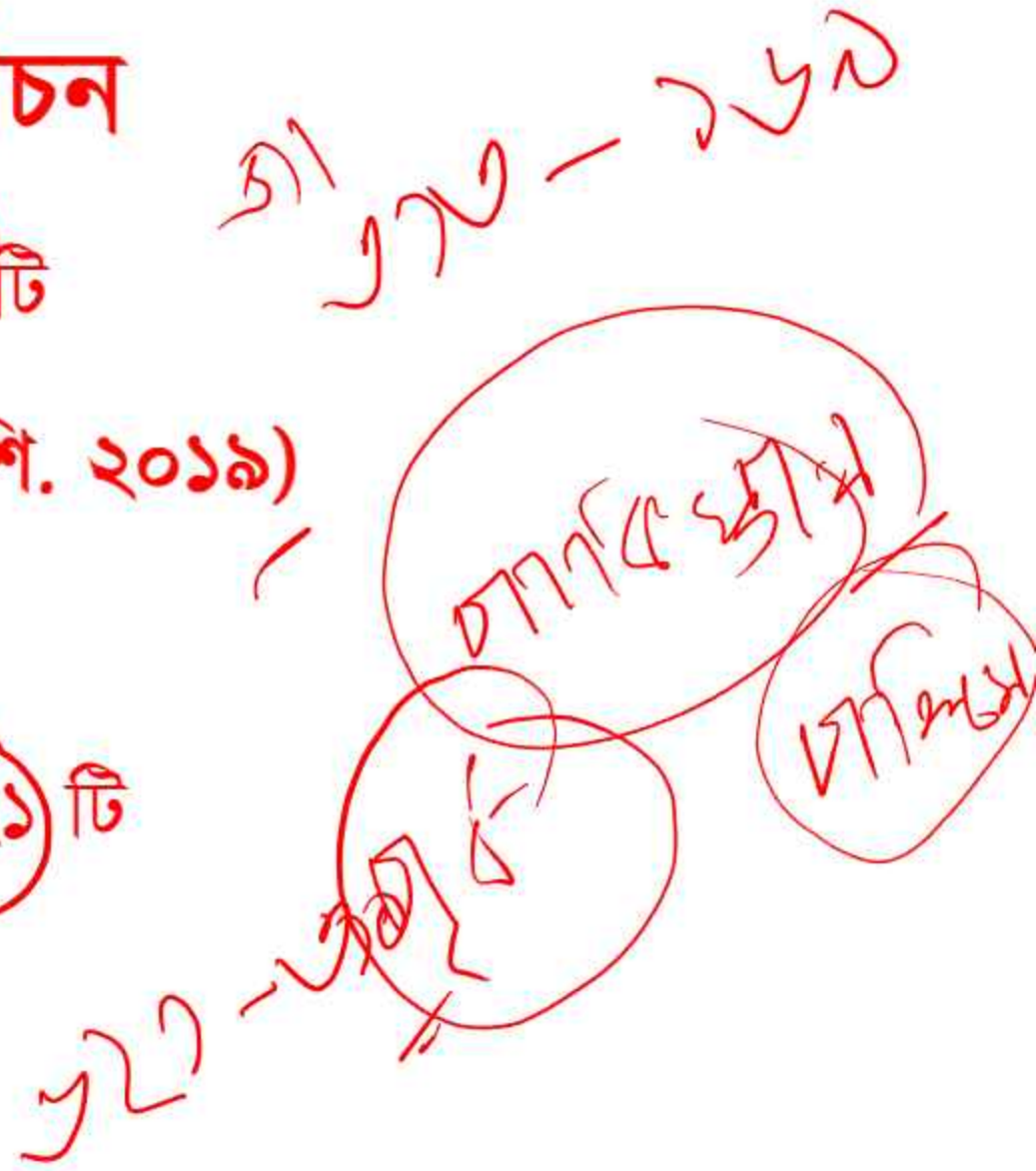

সত্তরের নির্বাচন

- পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান দল: আওয়ামী লীগ
- নেতৃত্ব: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- প্রতীক: নৌকা
- স্লোগান: ৬ দফা

পশ্চিম পাকিস্তান: PPP (Pakistan People's Party)

- নেতৃত্ব: জুলফিকার আলী ভুট্টো
- প্রতীক: তরবারি
- স্লোগান: Islam is our faith, Democracy is our policy, Socialism is our economy

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের আসন পেয়েছিল - ১৬০ টি (১৬২টি সাধারণ আসনের মধ্যে) + সংরক্ষিত ৭ টি = **১৬৭টি (প্রা. স. শি. ২০১৯)** (পূর্ব পাকিস্তানে আসন ছিলো ১৬৯টি)।
- প্রাদেশিক পরিষদের আসন পেয়েছিল ২৮৮টি (৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে) এবং সংরক্ষিত আসন পায় ১০টি। মোট আসন পায় **২৯৮টি** (৩১০টির মধ্যে)।
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন – বিচারপতি আব্দুস সাত্তার **(প্রা. স. শি. ২০১৯)**

৩ জানুয়ারি ১৯৭১

- বঙ্গবন্ধু আওয়ামীলীগের MNA (জাতীয় পরিষদের) এবং MPA (প্রাদেশিক পরিষদের) দের ছয় দফার ভিত্তিতে শপথ পড়ান।
- স্থান: রেসকোর্স ময়দান

০১ মার্চ

- প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ৩ মার্চে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বন্ধ ঘোষণা করে।
- বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ৪ জন ছাত্রনেতা এক বৈঠকে বসে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন।

“স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ”

- নূরে আলম সিদ্দিকী: সভাপতি (বাংলাদেশ ছাত্রলীগ)
- শাজাহান সিরাজ: সাধারণ সম্পাদক (বাংলাদেশ ছাত্রলীগ)
- আ.স.ম আব্দুর রব: সহ-সভাপতি (ডাকসু)
- আব্দুল কুদ্দুস মাখন: সাধারণ সম্পাদক (ডাকসু)

এই ৪ জন ছাত্র নেতাকে বলা হতো মুক্তিযুদ্ধের ৪ খলিফা।

অসহযোগ আন্দোলন (Non-Cooperation Movement)

- ইয়াহিয়া খান বেতার বার্তায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন- ১ মার্চ, ১৯৭১
- পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল- ৩ মার্চ, ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধু ঢাকাতে হরতাল ডাকেন ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন - ২ মার্চ, ১৯৭১
- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগেও ২রা মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট আহবান করা হয়।
- অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়- ৩-২৫ মার্চ, ১৯৭১

০২ মার্চ (ঢাকায় প্রথম হরতাল)

প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন

প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী

আ.স.ম আবদুর রব

স্বাধীনতার ইশতেহার (৩ মার্চ)

- ঘোষণাকারী সংগঠন: স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
- ইশতেহার ঘোষণা বা পাঠ করেন: ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ
- সভায় সভাপতিত্ব করেন: ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী
- স্থান: পল্টন ময়দান
- "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি" গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

৩ মার্চ ১৯৭১

- জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়— পল্টন ময়দানে
- জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন— শাহজাহান সিরাজ

শঙ্কু সমাজদার

- পরিচয়: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ (৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র)
- শহীদ হন: ৩ মার্চ, ১৯৭১
- শহীদ হওয়ার স্থান: জাহাজ কোম্পানির মোড়, রংপুর
- রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ: ২০১২ সালে

৭ ই মার্চের ভাষণ

- ৭ ই মার্চ ১৯৭১ (রবিবার); রেসকোর্স ময়দান
- সময়: 2:45 pm — 3:03 pm
- স্থায়ীত্ব: ১৮ মিনিট/১৯ মিনিট (রেকর্ডেড)
- শব্দ সংখ্যা: ১১০৮ টি
- মাইক: কল রেডি
- জনতা: ১০ লক্ষ
- দাবি: চারটি
- রেকর্ড: ঢাকা রেকর্ড (আমজাদ আলী খন্দকার)

৭ই মার্চের ভাষণের দাবি ছিল – ৪ দফা।

- ক. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার
- খ. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া
- গ. গণহত্যার তদন্ত করা
- ঘ. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা

নেলসন ম্যান্ডেলা

- ৭ মার্চের ভাষণ আসলে ছিল স্বাধীনতার মূল দলিল”।

কিউবার অবিসংবাদিত নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো

- '৭ই মার্চের শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ শুধুমাত্র ভাষণ নয়, এটি একটি অনন্য রণকৌশলের দলিল।'

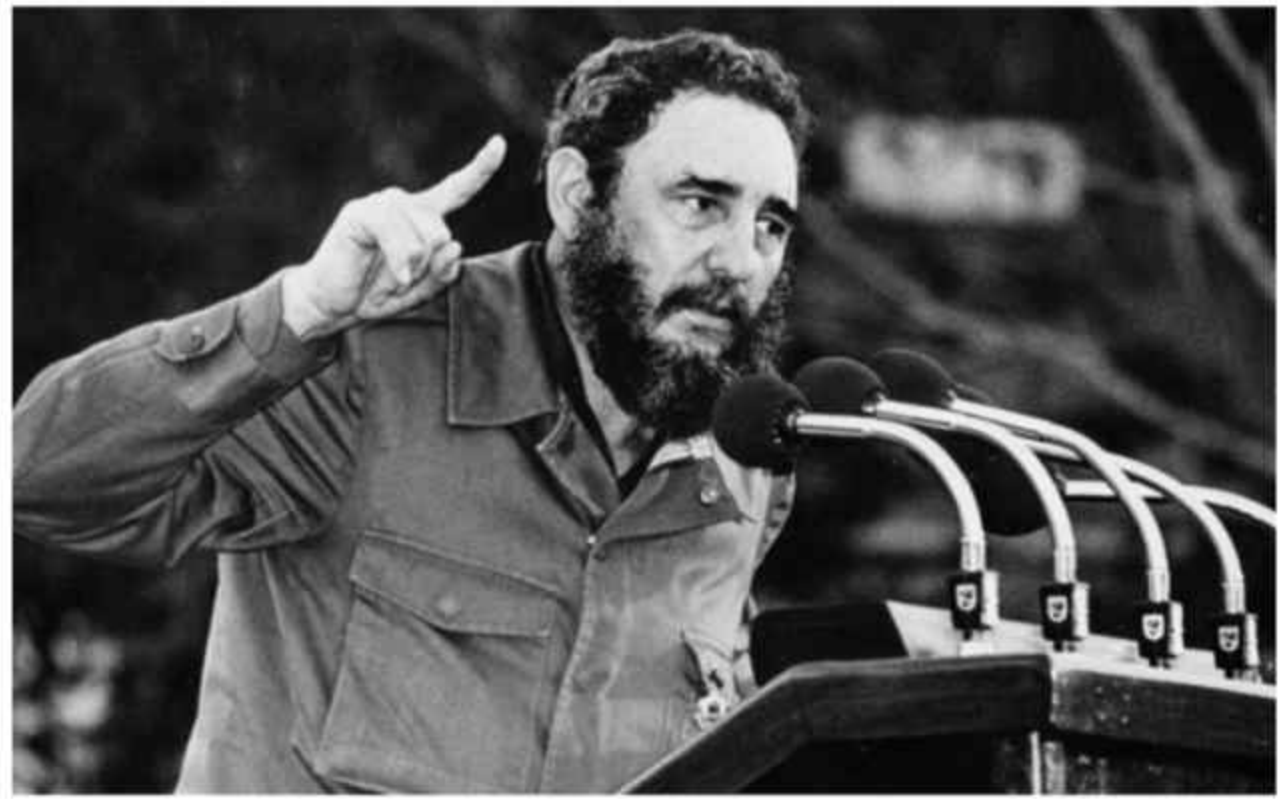

- ৭ মার্চের ভাষণটি বাংলাদেশের সংবিধানের ৫ম তফসিল এর ১৫০(২) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে।
- ৭ মার্চের ভাষণকে UNESCO ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজ (৭৭তম তালিকায়) হিসেবে স্বীকৃতি দেয় **৩০ অক্টোবর, ২০১৭** সালে ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর **৩৯তম সভায়**।
- ৭৮টি ভাষণের মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণের অবস্থান- ৪৮তম

তুলনা

আব্রাহাম লিংকন এর গ্রেটিসবার্গের ভাষণ

মার্টিন লুথার কিং এর আই হ্যাভ এ ড্রিম

০৯ মার্চ: স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন

- আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়।
- আন্দোলনের পরিচালনার জন্য চার নেতা হলেন: **আ স ম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন।**
- বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছাত্রসভায় গৃহীত স্বাধীন বাংলাদেশ ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

১৪ই মার্চ

বঙ্গবন্ধু ৩৫ দফা ভিত্তিক দাবিনামা জারি করেন।

১৫ মার্চ: ইয়াহিয়া ঢাকায়

পূর্বদেশ

ঢাকায় প্রেসিডেন্টঃ এখনও বৈঠক হয়নি

১৬-২৪ মার্চ শেখ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক

আজ মুজিব-ইয়াহিয়া সাক্ষাৎকার

চেক পোষ্ট প্রত্যাহার

পশ্চিম পাকিস্তানীদের

পিপিপি-নেতা

'কে,কি ও কেন'

১৭ মার্চ: অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে

অস্ত্র বোঝাই জাহাজ

জাতীয় শিপিং কর্পোরেশনের জাহাজ "সোয়াত" একশত ৮০ টন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়া গত মঙ্গলবার ১৬নং জেটিতে ভিড়িয়াছে, তবে এখনও উহা খালাস করা হয় নাই। অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রের ৩৬২১টি প্যাকেট নিয়া "ওস্যান এণ্ডুর‍্যান্স" জাহাজ ১০নং জেটিতে ভিড়িয়াছে, কিন্তু উহা এখনও খালাস করা হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৮ মার্চ

- পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর টিক্কা খান, মে জে খাদিম হোসেন ও পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক উপদেষ্টা রাও ফরমান আলী অপারেশন সার্চলাইট (Operation Searchlight) চূড়ান্ত করেন

১৯ মার্চ: মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ

- নিরস্ত্রীকরণের প্রতিবাদে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন
- বিদ্রোহ করেন: গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্টের বীর সেনা ও জনতা।
- বিদ্রোহীদের দমনে নেতৃত্বে ছিল: পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহান জেব

২৩ মার্চ

- পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে আওয়ামী লীগ পালন করে- ‘প্রতিরোধ দিবস’
- বাংলার ঘরে ঘরে উত্তোলিত হয়— জাতীয় পতাকা [২৩ মার্চ: পতাকা উত্তোলন দিবস
- আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

২৪ মার্চ

সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয়।

অপারেশন সার্চলাইট

- 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালিত হয় – ২৫ মার্চ মধ্যরাতে নিরীহ বাঙালির উপর। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। রাত ১১টা ৩০ মিনিটে অপারেশন সার্চলাইট শুরু হয়।
- ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরে অপারেশন সার্চলাইট পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন- জেনারেল রাও ফরমান আলী। ঢাকার বাইরের দায়িত্বে ছিলেন খাদিম হুসাইন রাজা।
- ২০১৭ সাল থেকে ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস পালিত হচ্ছে।

Big bird is in cage

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১টা থেকে ১.৩০টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৬শে মার্চ

২৬শে মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন মেজর জিয়াউর রহমান।

১৯৭১ সালের ২৭শে মার্চ

কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া **বঙ্গবন্ধুর পক্ষে** স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- প্রতিষ্ঠিত হয়— ২৬ মার্চ, ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- প্রতিষ্ঠা করেন- ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন— জিয়াউর রহমান
- পাক বিমান বাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে বন্ধ হয়- ৩০ মার্চ, ১৯৭১ সালে
- পরবর্তী সম্প্রচার শুরু কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে— ২৫ মে, ১৯৭১ সালে।
- প্রথম নারী শিল্পী ছিলেন—নমিতা ঘোষ
- পত্রিকা পাঠ করেন— বেলাল আহমেদ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনাকারী- আব্দুল মান্নান।
- স্থানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় স্ক্রিপ্ট লেখা ও উপস্থাপন করেন- এম আর আখতার মুকুল।
- চরমপত্র (কথিকা) পাঠ করেন- এম আর আখতার মুকুল
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল— চরমপত্র পাঠ ও জল্লাদের দরবার
- জল্লাদের দরবার রচনা করেন -- কল্যাণ মিত্র।
- ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে "জল্লাদের দরবার" অনুষ্ঠানটি চরিত্রায়িত করেন— কেল্লা ফতেহ আলী খান

'স্বাধীনতার ঘোষণা' নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- পৃথিবীর যে দুটি দেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র রয়েছে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র।
- আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় – ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে। (মুজিবনগর হতে)
- ২৬ মার্চ কে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয় – ১৯৮০ সালে।

ধন্যবাদ